যুগান্তর

তারিখ ... 7 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ভালো ছাত্রদেরও ভর্তি অনিশ্চিত

মুসতাক আহমদ

শুরু হল একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহরের নামিদামি কলেজে রোববার ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। বাকি কলেজগুলোতে আজ-কাল ফরম বিক্রি শুরু হবে। এদিকে কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরুর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও বেড়ে গেছে। পছন্দের কলেজে ভর্তির পূর্বশর্ত একটি আকর্ষণীয় রেজাল্ট। এসএসসিতে ভালো ফল তো হল। কিন্তু পছন্দের কলেজে ভর্তি হওয়ার নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারছে না। ফলে ভালো ফল করেও শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ভালো ছাত্রদেরও ভর্তি অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, ভালোমানের কলেজে বিদ্যমান আসন সংখ্যার চেয়ে ভালো ফলাফলকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকায় এবারও ভর্তির ক্ষেত্রে দেখা দেবে সমস্যা। আর এ সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে নামকরা কলেজগুলোতে এবারও আসন না বাড়া এবং নতুন কোন প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম শুরু না হওয়ার কারণে। ফলে পছন্দের কলেজে ভর্তির জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সামাল দিতে হিমশিম খেতে হবে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোকে। অন্যদিকে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে মধ্যম বা সাধারণ মানের কলেজে ভর্তি হয়ে খুশি থাকতে হবে। সবমিলিয়ে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি নিয়ে কলেজ-শিক্ষার্থী-অভিভাবক পর্যায়ে চলবে 'মহা স্নায়ুযুদ্ধ'। 'ভর্তি কার্যক্রম' পরিণত হবে 'ভর্তি প্রতিযোগিতায়'। ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এম হাফিজউদ্দিন বলেন, কেবল ভালো কলেজগুলোর জন্য নয়, সরকারকেও একটা অসহায় অবস্থায় ফেলতে পারে। তবে সরকারও টেনশনমুক্ত নয়। ভর্তি কার্যক্রম শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সরকার শুধুক্ষদের নিয়ে বৈঠকে বসছে। আজ দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বসবে এই বৈঠক। বৈঠক শেষে শিক্ষা উপদেষ্টা সংবাদ সম্মেলন করবেন। সূত্র জানায়, ভর্তিতে সম্ভাব্য সংকট-সমস্যা মোকাবেলায় সরকার সব ক্যাটাগরির কলেজে সমানভাবে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। ঢাকার শীর্ষস্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষরাও সে পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ভালো মানের কলেজের সংখ্যা বাড়ানোর বিকল্প নেই। শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম রোববার যুগান্তরকে বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে কোন সংকট সৃষ্টি হবে না। কেননা, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের চেয়ে বিদ্যমান আসনের সংখ্যা অনেক বেশি। অনিশ্চিত : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

অনিশ্চিত : ভালো ছাত্রদেরও

(১ম পৃষ্ঠার পর) তিনি বলেন, স্কুল বা কলেজ ভালো প্রমাণিত হয় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পরিশ্রমের মাধ্যমে। সরকার প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সার্বিক কাজ চালিয়ে যাবে। তিনি অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের হতাশ না হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি জানান, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি এবং শিক্ষার মানের বিষয়ে আজ দুপুরে ঢাকার প্রধান কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

পাসকরা শিক্ষার্থী ও ভর্তির সুযোগ

ভর্তির ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হবে না— সরকার এ দাবি করলেও বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টো বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য কলেজ ২ হাজার ৭৯৪টি। এসব কলেজে মোট আসন সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লাখ। এ বছর কেবল এসএসসিতেই উত্তীর্ণ হয়েছে ৫ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৬ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির সুযোগ আছে এমন কলেজগুলোর মধ্যে সরকারি কলেজ ২৪১টি। এগুলোতে আসন আছে ৯২ হাজার ৩৮৬টি। অন্যদিকে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ৫৪৩টি। এগুলোতে আসন আছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯১৪টি। হিসাব মতে, এবার প্রায় ৭৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ না পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, দাখিল এবং ভোকেশনালে এসএসসি পাসের পরও অনেকে সাধারণ কলেজে ভর্তির জন্য ভিড় করে থাকে। এই তিন অবস্থা নিয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মহাসংকটই অপেক্ষা করছে।

আবার সার্বিক ভর্তির সুযোগের পাশাপাশি এ বছর ভালো ফলাফলকারীদের ভর্তির ক্ষেত্রেও নতুন সংকটের আশঙ্কা রয়েছে। রেকর্ড জিপিএ-৫সহ উচ্চ সারির জিপিএপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেখা দেবে এ অবস্থা। হিসাব অনুযায়ী, এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪১ হাজার ৯১৭ জন। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডেই ১৮ হাজার ৯৩৬ জন। আর এই ১৮ হাজারের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর কলেজগুলো থেকে পেয়েছে প্রায় ১১ হাজার। অথচ রাজধানীতে ভালো মানের ১০টি কলেজে আসন আছে মাত্র প্রায় সাড়ে ৯ হাজার। রাজধানীতে মোট ১৩৫টি কলেজ আছে। এসব কলেজে মোট আসন আছে ৩৯ হাজার ৫১৯টি। অথচ ঢাকা বোর্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার ৩৩১ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ ও জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৬৪ হাজার ৮৪৮ জন। সারাদেশের ভালো ফলকারীদের অনেকেরই ঢাকায় ভর্তির জন্য ছুটে আসার চাপ রয়েছে।

ভর্তির ক্ষেত্রে রাজধানীর ভালো কলেজগুলোতে এ বাস্তবতা থাকলেও এবার কোথাও আসন সংখ্যা বাড়ছে না। এমনকি অধিকাংশ কলেজ ভালো ফল ছাড়া ভর্তি করতেও আগ্রহী নয়। ফলে মধ্যমানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিপদই অপেক্ষা করছে। ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক হাফিজ উদ্দিন বলেন, ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়তে চাইলে এবার বরং ঢাকার শিক্ষার্থীদের অনেককে ভর্তির জন্য রাজধানীর বাইরে চলে যেতে হবে।

প্রসঙ্গত, জিপিএ-৫ এর মতো এবার উচ্চ সারির জিপিএ হিসাবে বিবেচিত জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে ১ লাখ ২৯ হাজার ৪৯২ জন এ জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪-এর মধ্যে পেয়েছে ১ ২ হাজার ১৫৯ জন। শিক্ষকদের [illegible] সাধারণত এই মানের শিক্ষার্থীর জন্য আসে। এবার এই আড়াই লাখ শিক্ষার্থীর জন্য হতাশাজনক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে।

আসন বাড়ছে না

গতবছর ভর্তির ক্ষেত্রে একই সংকট দেখা দেয়ার পর সরকার মেধাবীদের পছন্দের ও নামকরা কলেজে পড়ার সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়। সে অনুযায়ী ঢাকার দুটি সরকারি স্কুলে কলেজ শাখা খোলা, বন্ধ করে দেয়া কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা পুনরায় চালু এবং বিদ্যমান কলেজে আসন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু তিনটি বিকল্পের মধ্যে একমাত্র প্রথমটিতে সফল হয়েছিল। সে অনুযায়ী ধানমন্ডির গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল ও শেরেবাংলা নগর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী খোলা হয়। এছাড়া গতবার দেশের বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠিত ১০টি মডেল স্কুলেও একাদশ শ্রেণী খোলা হয়। সবমিলিয়ে গতবার ৫ হাজার ১শ' আসন বাড়ে উচ্চ মাধ্যমিকে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের একাদশ শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সুনাম না থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিতভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। আর সরকারি উদ্যোগের দ্বিতীয় বিকল্প এবং তৃতীয় বিকল্প নাকচ হয়ে গেছে। এবারও ইতিমধ্যে ঢাকার বেশকিছু কলেজে আগের মতোই আসন সংরক্ষণ করে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ বশিরুল হক বলেন, তারা গতবারের মতোই এবার বিজ্ঞানে ৪৫০ জন এবং বিজনেস স্টাডিজ ও মানবিকে ২শ' জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করবেন। ভিকারুননিসা নূন কলেজের অধ্যক্ষ রোকেয়া আখতার বলেন, তারা এবার আসন বাড়াননি। কেননা তাদের অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। সবার দায়িত্ব নিয়ে [illegible] উচিত নয় [illegible]

আসন আছে। এছাড়া লালমাটিয়া গার্লস কলেজে ৬১৫টি, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজে ৪৩২টি, ঢাকা বিজ্ঞান কলেজে ৩৭০টি, বিএএফ শাহীন কলেজে ৬০৬টি, তেজগাঁও কলেজে ৪০২টি, শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজে ১৯৯টি, রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে ৫৬৫টি, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজে ১৯৮টি, সরকারি পার্শ্বা প্রমীতি কলেজে ১৪০টি, নবকুমার ইন্সটিটিউশনে ১০০টি, এসওএস হারমান মেইনার স্কুল এন্ড কলেজে ১০৩টি, সরকারি বাঙলা কলেজে ৯৭২টি, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটি কলেজে ২০৭টি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে ২০৯টি, সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজে ৩৪টি, নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে ২১৪টি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজে ৬০টি, সিদ্ধেশ্বরী কলেজে ৬৭১টি, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ৬৫১টি, শেরেবাংলা বালিকা স্কুল এন্ড কলেজে ৩০৯টি, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজে ১ হাজার ৪৮৫টি, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজে ৫১৪টি আসন রয়েছে।

কোন কলেজে কবে ভর্তি

নটর ডেম কলেজে ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ ও জমা নেয়া হবে ১১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। সরকারি ছুটির দিনগুলোতেও এই কার্যক্রম চলবে। এই কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমের গ্রাম ও শহরের ছাত্রদের উচ্চতর গণিতসহ জিপিএ-৫ থাকতে হবে। ব্যবসায় শিক্ষায় বিজ্ঞান থেকে আগত গ্রামের ছাত্রদের জিপিএ-৪ ও শহরের ছাত্রদের জিপিএ-৪.৫০ থাকতে হবে। মানবিকে শহরের ছাত্রদের জিপিএ-৩.৫০ এবং গ্রামের ছাত্রদের জিপিএ-৩ থাকতে হবে। আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে আজ বিকালে [illegible] ছাত্রীদের

[illegible]

[illegible]

[illegible]